পরিবর্তন সাধন সম্ভব নয়। তবে নির্দিষ্ট প্রেক্ষিতে আন্দোলনের একটি 'ফরম' হিসাবে নির্বাচনকে কাজে লাগানো যেতে পারে। নির্দিষ্ট বিশেষ পরিস্থিতিতে বিপ্লবী সংগ্রাম এগিয়ে নেয়ার প্রয়োজনে কখনও নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা, আবার কখনও নির্বাচন প্রতিরোধ করাও প্রয়োজনীয় হতে পারে। নির্বাচন এলে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে এটা যেমন সঠিক নয়, আবার যে কোন অবস্থায় নির্বাচন বর্জন করাও বিপ্লবী দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক নয়। স্থূলভাবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ, আবার স্থূল কায়দায় নির্বাচন বর্জন- দুটোর ব্যাপারেই সতর্ক থাকা দরকার। মেহনতি শ্রেণীর রাজনৈতিক দল, সংগঠন ও তার প্রতিনিধিরা নির্বাচনে অংশ নিলে তা হতে হবে বিপ্লবী দৃষ্টিভঙ্গি ও শ্রেণী রাজনীতির ভিত্তিতে, শ্রেণী ও গণসংগ্রামের ধারায় গড়ে ওঠা গণভিত্তির উপর নির্ভর করে।

- বাংলাদেশে প্রচলিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার শাসক লুটেরা ধনীকশ্রেণীর সংকটেরই বহিঃপ্রকাশ। প্রচলিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কিছু আপেক্ষিক নিরপেক্ষতা থাকলেও তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও প্রচলিত নির্বাচন ব্যবস্থা গত ১৫ বছরে নির্বাচনে কালো টাকা, পেশী শক্তি, দলীয় পক্ষপাতিত্ব, সম্প্রদায়িকতা, ধর্মের ব্যবহার প্রভৃতি কোন কিছুই রোধ করতে পারেনি। প্রচলিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও নির্বাচন পদ্ধতি একদিকে সামরিক-বেসামরিক আমলাতন্ত্র আর অন্যদিকে কালো টাকার মালিক দুর্বৃত্ত রাজনীতিক ও সন্ত্রাসীদের কাছে জিম্মি হয়ে পড়েছে। তাই প্রচলিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও নির্বাচন ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ছাড়া কোন অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয়। এই প্রেক্ষিতে গণমুক্তি প্রচলিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও নির্বাচন ব্যবস্থা এবং দুর্বৃত্তায়িত অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার আমূল সংস্কারের প্রস্তাব করছে। দেশে একটি প্রকৃত গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টি এবং আপেক্ষিক অর্থে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের লক্ষ্যে আমরা নিম্নোক্ত আশু গণতান্ত্রিক দাবীসমূহ দাবীসমূহ তুলে ধরছিঃ

আশু গণতান্ত্রিক দাবী

- প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ের বাইরে নির্বাচন কমিশনকে পুরোপুরি স্বাধীন করতে হবে। দলীয় আনুগত্যের ভিত্তিতে নিয়োগপ্রাপ্ত নির্বাচন কমিশনারদের অপসারণ করে জনগণের আস্থাভাজন ব্যক্তিদের নিয়ে নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন করতে হবে। আর্থিক দিক থেকে নির্বাচন কমিশনকে পরিপূর্ণ স্বাধীন করতে বাজেটে থোক বরাদ্দ রাখতে হবে।
- বর্তমান নির্বাচন ব্যবস্থার আমূল সংস্কারের লক্ষ্যে নির্বাচনে কালো টাকা ব্যয়ের সকল পথ বন্ধ করতে হবে। কালো টাকার মালিকদেরকে নির্বাচনের জন্য অযোগ্য ঘোষণা করতে হবে। দুর্নীতি, লুটপাট, শোষণ ও জবরদখলের মাধ্যমে অর্জিত সকল কালো টাকা ও সহায়-সম্পদ বাজেয়াপ্ত করতে হবে। কালো টাকা সাদা করার বিধান বাতিল করতে হবে।
- নির্বাচনী তৎপরতাসহ রাজনীতিতে ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতার ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে হবে। সংবিধানের ৫ম, ৮ম সংশোধনীসহ সকল সাম্প্রদায়িক ও অগণতান্ত্রিক সংশোধনী বাতিল করতে হবে। ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণে কেউই যাতে নির্যাতিত, নিপীড়িত ও বঞ্চনার শিকার না হয় সে কারণে রাষ্ট্র, রাজনীতি, শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে ধর্মকে আলাদা রাখতে হবে। যুদ্ধাপরাধীদের বিশেষ ট্রাইব্যুনালে বিচার করতে হবে। যুদ্ধাপরাধীদের নির্বাচনে অযোগ্য ঘোষণা করতে হবে।
- স্বল্প জামানতে মেহনতি মানুষসহ দেশের সৎ নাগরিকদের নির্বাচনে প্রার্থী হবার অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। নির্বাচন কমিশনের উদ্যোগে সকল প্রার্থীর বক্তব্য ও কর্মসূচী সমভাবে প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে। গণমাধ্যমে সকল প্রার্থীর সমঅধিকার নিশ্চিত করতে হবে। নির্বাচিত প্রার্থীর বিরুদ্ধে ভোটারদের অনাস্থা জ্ঞাপন ও তাকে প্রত্যাহার করে নেবার অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। প্রবাসী বাংলাদেশীদের ভোটাধিকার সুনিশ্চিত করতে হবে।
- বিশেষ ক্ষমতা আইন '৭৪, ৫৪ ধারা, ডিএমপি ৮৬ ধারাসহ নিবর্তনমূলক সকল কালাকানুন বাতিল করতে হবে। নাগরিকদের মত প্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে। নাগরিকদের ব্যক্তি জীবনের গোপনীয়তা লঙ্ঘনকারী টেলিফোনে আড়িপাতার বিধান অবিলম্বে বাতিল করতে হবে। সংবাদপত্র ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে। "অপারেশন ক্লিনহার্ট", "ক্রসফায়ার", "এনকাউন্টার" এর নামে বিনা বিচারে মানুষ হত্যার রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। সরকার কর্তৃক বিচার বহির্ভূত সকল হত্যাকান্ডের বিচার করতে হবে। মানবাধিকার বিরোধী এসব তৎপরতার জন্য দায়ী ব্যক্তি ও গোষ্ঠীকে চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। দায়মুক্তি প্রদানকে অবৈধ ও বেআইনী ঘোষণা করতে হবে। স্বাধীন তদন্ত কমিটির মাধ্যমে এ ধরণের সকল হত্যাকান্ডের যাবতীয় তথ্য জনগণের কাছে প্রকাশ করতে হবে। গামেন্টস শ্রমিক হত্যা, কানসাট হত্যাকান্ডসহ ধর্মান্ধ ফ্যাসিস্টদের বোমা সন্ত্রাস ও হত্যাকান্ডের পরিপূর্ণ তদন্ত ও উপযুক্ত বিচার করতে হবে। জেএমবির প্রধান শায়খ আব্দুর রহমান ও বাংলা ভাইসহ গ্রেফতারকৃত বোমাবাজ ও তাদের গডফাদারদের প্রকাশ্য বিচারের ব্যবস্থা করতে হবে। ৫৪ ধারায় গ্রেফতার বন্ধ করতে হবে। অবিলম্বে বিচার বিভাগকে প্রশাসন থেকে আলাদা করতে হবে। রাষ্ট্র ও প্রশাসনের সকল ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে।
- সকল রাজনৈতিক হত্যাকান্ডের বিচার করতে হবে। যশোরে উদীচী সম্মেলনে, রমনা বটমূলে ১লা বৈশাখের অনুষ্ঠান, পল্টনে সিপিবি সমাবেশে এবং ২১ আগস্ট আওয়ামী লীগের সমাবেশে বোমা-গ্রেনেড হামলা-হত্যাকান্ডসহ সকল গ্রেনেড-বোমা হামলার সুষ্ঠু ও পূর্ণাঙ্গ তদন্ত এবং অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।
- মুক্তবাজার অর্থনীতির নামে দেশের শিল্প, কৃষিসহ জাতীয় অর্থনীতি ধ্বংসের নীতি বাতিল করতে হবে। জাতীয় সম্পদ রক্ষায় উৎপাদন বন্টন চুক্তিসহ জাতীয় বিরোধী সকল অসম চুক্তি বাতিল করতে হবে। তেল-গ্যাস-কয়লা-বিদ্যুৎ-বন্দর সাম্রাজ্যবাদী বহুজাতিক কোম্পানীর গ্রাস থেকে রক্ষা করতে হবে। মাগুরছড়া ও টেংরাটিলার গ্যাস ক্ষেত্র ও সম্পদ ধ্বংসের ক্ষতিপূরণ আদায় করতে হবে। দফায় দফায় জ্বালানি তেল, সার, বিদ্যুৎ, পানি ও গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধি বন্ধ করতে হবে। এইসব খাতে চুরি ও কথিত সিস্টেম লস দূর করতে হবে। ডলারসহ বৈদেশিক মুদ্রার মূল্যমানের উপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ চালু করতে হবে। মুদ্রা পাচার রোধে কঠোর ব্যবস্তা নিতে হবে। জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী বিদেশী বিনিয়োগ তৎপরতা বন্ধ করতে হবে। বিশ্বব্যাংক, আইএমএফকে দায়মুক্তি প্রদানের তৎপরতা থেকে সরে আসতে হবে।
- আমূল ভূমি ও কৃষি সংস্কার করে কৃষি ও গ্রামীণ অর্থনীতির পশ্চাৎপদতা দূর করতে হবে। চাষী, ভূমিহীন ও ক্ষেতমজুরদের সমস্যার সমাধান করতে হবে। বাস্ত হীনদের বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। খাস জমির উপর প্রকৃত ভূমিহীনদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। সিলিং উদ্বৃত্ত জমি উদ্ধার করে তা খাস জমি হিসাবে অধিগ্রহণ করতে হবে। অর্পিত সম্পত্তি আইন বাতিল করতে হবে, ক্ষেতমজুরদের সারা বছরের কাজ ও উপযুক্ত মজুরির ব্যবস্থা করতে হবে। সরকারী বন্টন ব্যবস্থার অনিয়ম ও দুর্নীতি রোধ করতে হবে। কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে মঙ্গা ও বেকার সমস্যার স্থায়ী সমাধান করতে হবে।
- বন্ধ কলকারখানাসমূহকে রাষ্ট্রীয় মালিকানায় এনে তা চালু করতে হবে। শিল্পসহ জাতীয় অর্থনীতি ও জাতীয় শিল্প

বিকাশের পথে বাধা সৃষ্টিকারী বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ, বিশ্ববাণিজ্য সংস্থাসহ সকল বিদেশী হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে হবে।

- জীববৈচিত্র ও পরিবেশ ধ্বংসকারী রাসায়নিক সার, কীটনাশক ও জীনপ্রযুক্তির অনুপ্রবেশ প্রতিরোধ করতে হবে।
- পদ্মা, মেঘনা, ব্রহ্মপুত্র, যমুনাসহ সকল নদীর ভাঙন প্রতিরোধ এবং নদী সংস্কারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- মালিকানা নির্বিশেষে জাতীয় পর্যায়ে আইন প্রণয়ন করে শ্রমিক-কর্মচারীদের উপযুক্ত "জাতীয় ন্যূনতম মজুরী" ঘোষণা করে তা বাস্তবায়ন করতে হবে। কর্মস্থলে শ্রমিক-কর্মচারীদের উপযুক্ত পরিবেশ ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।
- নারীর প্রতি সকল শ্রেণীগত ও পুরুষতান্ত্রিক শোষণ ও বৈষম্যের অবসান ঘটাতে হবে। 'ইউনিফরম সিভিল কোড' চালু করতে হবে। কাজের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের মজুরি বৈষম্যের অবসান করতে হবে। জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসনের সংখ্যা ৬৪তে বৃদ্ধি ও সরাসরি দিতে হবে।
- পাহাড় ও সমতলের আদিবাসীদের ভূমির অধিকারসহ গণতান্ত্রিক অধিকারের সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদান করতে হবে। পার্বত্য চট্টগ্রামে রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের অবসান করতে হবে।
- রাষ্ট্রীয় ব্যাংকের সাথে সংগতি রেখে এনজিওদের ক্ষুদ্র ঋণের সুদের হার নির্ধারণ ও কিস্তি আদায়ে বাড়াবাড়ি অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। সাম্প্রদায়িকতা প্রচার ও ইসলামী জঙ্গি তৎপরতায় মদদ দানকারী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসহ এনজিওদের কার্যক্রম অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। তাদের সহায় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে হবে। এসব অপতৎপরতায় যুক্ত সকলকে গ্রেফতার করে বিচারের ব্যবস্থা করতে হবে।
- বৈষম্যমূলক বর্তমান শিক্ষানীতি বাতিল করে একই ধারার (ঙহব পযধহহবষ ড়ভ বফঁপধঃরড়হ) সর্বজনীন, বিজ্ঞানভিত্তিক, সেক্যুলার, গণতান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থা চালু করতে হবে। শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ ও সাম্প্রদায়িকীকরণ বন্ধ করতে হবে।
- মার্কিন প্রশাসনের নেতৃত্বে বাংলাদেশকে ঘিরে সাম্রাজ্যবাদের ষড়যন্ত্র প্রতিরোধ করতে হবে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সাথে স্বাক্ষরিত পিসকোর, হানা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিনিময় চুক্তি, এমওআই, চওঝঈউঝ, পরমাণু শক্তিসহ সকল চুক্তি বাতিল করতে হবে। বাংলাদেশে মার্কিন সৈন্যদের দায়মুক্তি প্রদান বন্ধ করতে হবে। টিফা ও সোফা চুক্তির পায়তারা বন্ধ করতে হবে। বাংলাদেশের উপকূলে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের কৌশলগত সামরিক স্থাপনা প্রতিষ্ঠার তৎপরতা বন্ধ করতে হবে। বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে সাম্রাজ্যবাদী দেশ ও তাদের রাষ্ট্রদূতদের হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে হবে। গঙ্গার পানির ন্যায্য হিস্যা আদায় করতে হবে। বাংলাদেশের জন্য গুরুতর বিপর্যয়কারী হিসাবে চিহ্নিত ভারতের আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প ও টিপাই মুখে বাঁধ নির্মাণ বন্ধে প্রয়োজনীয় কূটনৈতিক ও রাজনৈতিক উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

রসুলপুর চরে অবস্থানরত ভূমিহীনদের মাঝে খাসজমি বন্দোবস্তের দাবীতে বরিশালে ভূমিহীনদের বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ

গত ১০ ডিসেম্বর সকাল ১০ টায় বরিশাল টাউন হলের সামনে বাংলাদেশ কৃষক ফেডারেশনের উদ্যোগে রসুলপুর চরে অবস্থানরত ভূমিহীনদের মাঝে খাসজমি বন্দোবস্তের দাবীতে এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ কৃষক ফেডারেশনের বরিশাল জেলা কমিটির নেতা এবং রসুলপুর চর কমিটির সভাপতি মোঃ হারুন ভান্ডারী। সমাবেশ শেষে একটি বিক্ষোভ মিছিল বরিশালের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে।

সমাবেশে বক্তব্য রাখেন কৃষক ফেডারেশনের নেতা হিরন উদ্দিন লিটু, রসুলপুর চর কমিটির সাধারণ সম্পাদক হাবিবুর রহমান খোকন, রসুলপুরের নেত্রী মিতু বেগম, মনি বেগম, হিরা বেগম, হনুফা মুহুরী, রাশেদা বেগম, চর কমিটির নেতা রুহুল আমিন, খলিলুর রহমান মরন, বাবুল গাজী, মনির খলিফা, লিটন সওদাগর, সেলিম সরদার, জুয়েল সরদার, শহিদুল ইসলাম প্রমূখ।

সমাবেশে বক্তারা বরিশালের লঞ্চঘাটের নিকটবর্তী রসুলপুর চরের বর্তমান অবস্থার কথা তুলে ধরে বলেন, প্রায় পাঁচশতাধীক পরিবার রসুলপুর চরে দীর্ঘদিন ধরে মানবেতর জীবন যাপন করছে। সরকারের ভূমি নীতিমালায় সকল খাসজমি ভূমিহীনদের মাঝে বন্দোবস্ত প্রদানের কথা থাকলেও রসুলপুর চর নিয়ে চলছে নানান ষড়যন্ত্র। স্থানীয় ভূ-সন্ত্রাসীরা নানা ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের মাধ্যমে চরে অবস্থানরত ভূমিহীনদের উচ্ছেদের পাঁয়তারা করছে। নেতৃবৃন্দ সকল ভূমিহীনদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার এবং সর্বদা সতর্ক থেকে চরে নিজেদের অবস্থান ধরে রাখার জন্য আহবান জানান। নেতৃবৃন্দ বরিশাল জেলা প্রশাসককে অবিলম্বে রসুলপুর চর অবস্থানরত ভূমিহীনদের মাঝে বন্দোবস্তের জন্য বাস্তব উদ্যোগ গ্রহণ করার আহবান জানান।

রসুলপুর চরে অবস্থানরত ভূমিহীনদের মাঝে খাস জমি বন্দোবস্তের দাবীতে বরিশালে কৃষক ফেডারেশনের সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল

বাংলাদেশ কৃষক ফেডারেশনসহ ৮ বাম সংগঠনের বিভিন্ন কার্যক্রম

খাসজমি বন্দোবস্তের দাবীতে কুড়িগ্রামের ভুরুঙ্গামারীতে কিষাণ-কিষাণী সমাবেশ

ময়মনসিংহের নান্দাইলে ইউপি চেয়ারম্যানের দুর্নীতির প্রতিবাদে কৃষক ফেডারেশনের সমাবেশ

খাসজমি বন্দোবস্তের দাবীতে কুড়িগ্রাম সদরের যাত্রাপুরে কিষাণ-কিষাণী সমাবেশ

গণমুক্তি আন্দোলনের বিভিন্ন কার্যক্রম

কানসাট হত্যাকান্ডের বিচারের দাবীতে আহুত হরতালে ঢাকায় গণমুক্তির বিক্ষোভ-মিছিল

নির্বাচন কমিশনের আমূল পুনর্গঠনের দাবীতে ঢাকায় গণমুক্তির বিক্ষোভ সমাবেশ

নীতিগত অবস্থান তুলে ধরে জাতীয় প্রেসক্লাবে গণমুক্তি আন্দোলনের সংবাদ সম্মেলন

কিষাণ-কিষাণী ❑ বুলেটিন ১৭ ❑ ০২ পৌষ ১৪১৩ বাংলা ❑ ১৬ ডিসেম্বর ২০০৬ ❑ মূল্য ঃ বিশ টাকা

বাংলাদেশ কৃষক ফেডারেশনসহ ৮ বাম সংগঠনের বিভিন্ন কার্যক্রম

নেপালের কাঠমুন্ডুতে অনুষ্ঠিত ভিয়া ক্যাম্পেসিনার দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত

কৃষক ফেডারেশন ও কিষাণী সভার বরগুনা জেলা কমিটির বর্ধিতসভা অনুষ্ঠিত

কুড়িগ্রামের ভুরুঙ্গামারী থানার ধামেরহাটে কিষাণ-কিষাণী সমাবেশের একাংশ

গণমুক্তি আন্দোলনের বিভিন্ন কার্যক্রম

দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি এবং সিইসি'র পদত্যাগের দাবীতে ঢাকায় গণমুক্তির বিক্ষোভ-মিছিল

রাজধানীর শনির আখড়ায় গণমুক্তি আন্দোলনের সমাবেশের অংশ বিশেষ

তেল, গ্যাস, বিদ্যুৎ ও বন্দর রক্ষার দাবীতে ঢাকায় গণমুক্তির বিক্ষোভ মিছিল

সম্পাদক- প্রকাশকঃ বদরুল আলম, প্রকাশনা কমিটির সদস্যঃ আব্দুল মান্নান আজাদ, খুরশিদা আক্তার, মোতাহার হোসেন, কিমরুল আলম সুমন, পাঠক লাল গোলদার, শিপ্রা রাণী মিস্ত্রী কর্তৃক ইসমাইল ম্যানশন, ৫ম তলা, রুম # ৪০৫, ৯/এইচ, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রচারিত। ই-মেইলঃ gip@dhaka.net